ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফল পেকে গেলে গাছগুলো গোড়া থেকে তুলে অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। গোড়া থেকে কেটে নিলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছগুলো ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয় যা ডাল অথবা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে বীজ হিসেবে রাখতে হলে আরো ভালভাবে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ আনুমানিক ৯-১০% এর মত রাখতে হবে। তারপর আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া মাটির বা টিনের পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

খোসাসহ এবং খোসাবিহীন বিনামসুর-৫

খোসাসহ এবং খোসাবিহীন বিনামসুর-৬

রচনা ও সম্পাদনায়

ড. এম. এ. সামাদ
ড. এম. রইসুল হায়দার
ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
ড. স্নিগ্ধা রায়

যোগাযোগ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

ফোনঃ ০৯১-৬৭৬০১, ৬৭৬০২, ৬৭৮৩৪, ৬৭৮৩৫
ফ্যাক্সঃ ০৯১-৬৭৮৪২, ৬৭৮৪৩, ৬২১৩১
ওয়েবঃ www.bina.gov.bd

মসুরের নতুন উন্নত জাত

বিনামসুর-৫
এবং
বিনামসুর-৬

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

জানুয়ারী, ২০১২

উদ্ভাবনের ইতিহাস

কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার এক উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০২ সালে বারিমসুর-৪ জাতের বীজে ২০০ গ্রে এবং ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবি মৌসুমের উপযোগী মসুরের নতুন দু'টি উন্নত মিউট্যান্ট সারি, LM-79-5 ও LM-115-7 নির্বাচন করা হয়। আগাম পাকা ও উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট সারি LM-79-5 ও LM-115-7 যথাক্রমে 'বিনামসুর-৫' ও 'বিনামসুর-৬' নামে দু'টি জাত সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১১ সালে নিবন্ধিত হয়।

জাত দু'টির তুলনামুলক বৈশিষ্ট্যাবলী

বৈশিষ্ট্যাবলী	বিনামসুর-৫	বিনামসুর-৬
গাছের উচ্চতা	৩৬-৪০ সেঃমিঃ	৩৮-৪২ সেঃমিঃ
কান্ড	বহু শাখা বিশিষ্ট, গোড়া হালকা সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া	বহু শাখা বিশিষ্ট, গোড়া গাঢ় সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া
পাতা	গাঢ় সবুজ বর্ণের, আকর্ষি যুক্ত	গাঢ় সবুজ বর্ণের, আকর্ষি যুক্ত
বীজের আবরণ	ধূসর বর্ণের	ধূসর বর্ণের
জীবনকাল	৯৯-১০৪ দিন	১০৫-১১০ দিন
ফলন ক্ষমতা	২২০০ কেজি/হেক্টর	১৯৫০ কেজি/হেক্টর
গড় ফলন	২১৫০ কেজি/হেক্টর	১৯০০ কেজি/হেক্টর
১০০০ বীজের ওজন	২২-২৪ গ্রাম	১৮-২০ গ্রাম
বীজের আকার	স্থানীয় জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা	প্রচলিত জাতের চেয়ে একটু বড়
ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ	২৯.৩৮-২৯.৫৩%	৩০.৫৩-৩১.০০%
বীজে ডালের পরিমাণ	৮৯%	৮৮%
রোগ সহ্যক্ষমতা	স্টেমফাইলামা ব্লাইট, মরিচা এবং গোড়া পঁচা রোগ সহনশীল	স্টেমফাইলামা ব্লাইট, মরিচা এবং গোড়া পঁচা রোগ সহনশীল
ডালের রান্নারগুণ	ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু	ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু

চাষাবাদ পদ্ধতি

বিনামসুর-৫ ও বিনামসুর-৬ এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য মসুরের জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির অনুরূপ। এ জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

চাষ উপযোগী জমি

দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি মসুর চাষের উপযোগী। তবে ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোহর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা অঞ্চলে এ জাত দু'টির চাষাবাদ ভাল হয়।

বপনের সময়

কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের ৪র্থ সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরী

তিন থেকে চারটি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরী করতে হয়। জমি উত্তমভাবে ঝুরঝুরে করে নেওয়া ভাল।

সার প্রয়োগ

জমিতে শেষ চাষের সময় নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হয়ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
ইউরিয়া	৩০-৩৫	১২-১৪
টিএসপি	৮০-৯০	৩২-৩৬
এমওপি	৩০-৩৫	১২-১৪
জিপসাম	২৫-৩০	১০-১২
জিংক সালফেট	২.৫	১.০
জীবাণু সার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	১.৫০	০.৬০

- জমিতে জীবাণু সার দিলে ইউরিয়া সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজ দরকার। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য বেশি (৪০-৪৫ কেজি) দিতে হয়।

বপন পদ্ধতি

বীজ সারি করে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ রাখতে হবে এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেঃমিঃ রাখতে হবে। গাছ কয়েক সেন্টিমিটার বড় হওয়ার পর প্রয়োজন হলে থিনিং বা গাছ পাতলা করতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

চারা গজানোর পর জমিতে আগাছা দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিড়ানী দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। অতি বৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে পানি না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

বিনামসুর-৫ ও বিনামসুর-৬ জাত দু'টি মরিচা ও ঝলসানো স্টেম ফাইলাম ব্লাইট রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। গোড়াপঁচা রোগ দমনের জন্য ভিটাভেক্স-২০০ বা ব্যাভিস্টিন প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এ জন্য বীজে ছত্রাকনাশক ভালভাবে মিশিয়ে একটি বদ্ধ পাত্রে ৪৮ ঘন্টা রাখতে হবে। তাছাড়া এ জাতে পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সবিক্রন-৪২৫ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা বাজারে প্রচলিত কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কোন ছত্রাক নাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তবে ছত্রাকের আক্রমণ হলে টিল্ট ২৫০ ইসি ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশ্রিত করে ১২-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।